Shojag (Awaken), a coalition consisting of Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), Christian Aid, Naripokkho, and SNV with support from Global Fund for Women, is implementing a project named "**An Initiative to End Gender-Based Violence in the Garments Industry**".

## Why our work matters

- In 2016, garment exports accounted for more than 80% of total exports and surpassed $25 billion in sales. In 2017-2018 Bangladesh garment exports USD 36668.17 million. (*Source: BGMEA*)
- There are 4,560 garment factories in Bangladesh employing over four million people. It is estimated that 60% of these workers are women. (*Source: BGMEA*)
- 94% of women garment workers who take public transports face various forms of gender-based violence during their commutes. (*Source: BRAC*)
- More than one quarter (27.8%) of women report experiencing physical violence from someone other than their husband. Only 1.3 percent of women told their local representatives and 1.1 percent sought help from the police. (*Source: dhakatribune.com*)
- Two-thirds of the women are victims of domestic violence, which is approximately 66%. Out of this 72.7% of the domestic violences revealed to others. (*Source: dhakatribune.com*)

Despite the fact that women form an overwhelming majority of the RMG workforce in Bangladesh, efforts to protect their rights in the workplace are relatively few. Women accept jobs under harsh and challenging conditions, and are subjected to discrimination on many fronts, including sexual harassment, denial of maternity leave and/or benefits. Following a writ petition (WP No. 5916,2008), the Supreme Court formulated guidelines to ensure prevention and protection against sexual harassment in the workplace, which are binding on all authorities and private bodies (Constitution Article 112). However, in the absence of specific directives to the Ministry of Labour and Employment, and with the failure to incorporate the judgement provisions into any statute, compliance with the guidelines has been low. Despite various efforts, various forms of gender-based violence, including physical violence, sexual assault, psychological abuse, and economic abuse are still widespread at the workplace and during commutes, particularly in public buses and streets.

## Root causes of GBV in the RMG sector:

- Power imbalances due to gender inequality and discrimination resulting from patriarchal societal attitudes, practices and norms.
- The majority of women are young rural migrants from economically and socially marginalized communities. Their marginalization increases their vulnerability and reduces access to, and knowledge of, their basic rights.

## What we do:

The aim of the project is to reduce GBV in the garment industry by raising awareness, strengthening the capacity of private and public bodies, protecting the rights and legal entitlements of female workers and engaging factories towards promoting systemic changes across the garment sector. The project will deliver sustainable results through **protection**, **prevention**, **prosecution** and **partnership**, and will work at three levels: factories, commute to and from work, and in dormitories/hostels. The project will address the root causes of GBV including unequal power relations in the garments sector.

### Prevention

- Identify, select and develop capacity of 102 Human Rights Defenders (Shojag Shathis) in the workplace and dormitories to support the rights of women garment workers.
- Train mid-management of factories to implement and replicate measures to prevent sexual harassment within their HR and administration.
- Conduct an analysis of existing policies and redressal procedures for workplace GBV, and offer suggestions for enhanced compliance.
- Conduct awareness-raising activities.
- Provide psycho-social counselling for women workers.

### Protection

- Introduce, improve and strengthen mechanisms to protect workers from GBV.
- Ensure garment factories and surrounding residential areas have functioning referral systems and the capacity to combat and support victims of GBV.
- Advocacy and awareness within national institutions and trade bodies.
- Provide referral services to survivors of GBV.

### Prosecution

- Provide legal services to survivors including advice, mediation and litigation.
- Conduct mobile legal camps to provide advice, support for fact-finding as well as awareness building.

### Partnership

- Develop partnerships cutting across prevention, protection and prosecution.
- Increase private sector engagement and opportunities for national and regional level learning and sharing through research and dissemination events.

সজাগ

# পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্প

GLOBAL FUND FOR WOMEN Champions for Equality | BLAST | christian aid | নারীপক্ষ | SNV

# পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্প

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাষ্ট (ব্লাস্ট), ক্রিশ্চিয়ান এইড, নারীপক্ষ, এসএনভি নেদারল্যান্ডস এর সমন্বয়ে গঠিত **'সজাগ'** একটি জোট যা গ্লোবাল ফান্ড ফর ওমেন এর সহযোগিতায় **"পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ"** প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

## কেন আমাদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ

- ২০১৬ সালে পোশাকশিল্প, মোট রপ্তানির ৮০ ভাগ যা ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। ২০১৭-২০১৮ সালে ৩৬৬৬৮.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। (*উৎস- বিজেএমইএ*)
- বাংলাদেশে ৪৫৬০টি পোশাক কারখানায় ৪০ লক্ষের বেশী মানুষ কাজ করছে। এই কর্মীদের মাঝে আনুমানিক ৬০% নারীকর্মী (*উৎস- বিজেএমইএ*)
- যারা গণপরিবহনে যাতায়াত করেন তাদের মধ্যে ৯৪% নারী যাওয়া আসার পথে নানা রকম সহিংসতার সম্মুখীন হন। (*উৎস- ব্র্যাক*)
- এক-তৃতীয়াংশের বেশী নারী (২৭.৮%) রিপোর্ট করেছেন যে তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষ দ্বারা শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শুধুমাত্র ২.১ শতাংশ নারী তাদের স্থানীয় প্রতিনিধির কাছে জানান এবং ১.১ শতাংশ পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। (উৎস-dhakatribune.com)
- বাংলাদেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন যা আনুমানিক ৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে ৭২.৭ শতাংশ নির্যাতনের ঘটনা অন্যদের কাছে প্রকাশ করেন। (উৎস- dhakatribune.com)

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নারীরা অপ্রতিরোধ্য সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে তাদের অধিকার রক্ষা করার প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত কম। নারীরা কঠোর এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে যাচ্ছে এবং তারা নানানরকম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন যার মধ্যে যৌন নির্যাতন, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি এ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত। রীটপিটিশন (WP No.5916/2018) অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট, কর্মক্ষেত্রে নারীর উপর যৌনসহিংসতা দূরীকরণে এবং নারীর সুরক্ষায় কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন যা সকল বেসরকারি সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষ মেনে চলতে বাধ্য (সংবিধান অনুচ্ছেদ ১১২)। যদিও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নে নির্দেশিকার অভাব রয়েছে। নানারকম প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নারীরা কারখানা এবং কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসার পথে বিশেষ করে গণপরিবহনে ও রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম শারীরিক, মানসিক, যৌন এবং অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

## পোশাক শিল্পে নারীর উপর সহিংসতার মূল কারণসমূহ

- পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রথা, রীতিনীতি ও মনোভাব থেকে তৈরি হওয়া ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে লিঙ্গ বৈষম্য ও অসমতার সৃষ্টি।
- বেশীরভাগ নারীরা অল্প বয়সী গ্রামীণ অভিবাসী এবং তারা সামাজিকভাবে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের। তাদের এই প্রান্তিক অবস্থা তাদের দুর্বলতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের মৌলিক অধিকার ও শিক্ষাতে প্রবেশাধিকার কমিয়ে দেয়।

## আমরা কি করি

সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারী শ্রমিকদের আইনগত সেবা পাওয়া তাদের অধিকার রক্ষা করা, পোশাক শিল্প কারখানাগুলোকে নিয়মানুযায়ী পরিবর্তনের প্রচারের দিকে নিযুক্ত করার মাধ্যমে পোশাক শিল্পে নারীর উপর সহিংসতা রোধ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। **সুরক্ষা, প্রতিরোধ, প্রতিকার** এবং **অংশীদারিত্বর** মাধ্যমে এ প্রকল্প টেকসই ফলাফল প্রদান করবে এবং কারখানা, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসার পথে এবং ছাত্রীবাস/হোস্টেল এই তিনটি পর্যায়ে কাজ করবে। এ প্রকল্পটি নারীর উপর নির্যাতনের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি পোশাক শিল্পে অসম ক্ষমতার কারণসমূহ বের করার চেষ্টা করবে।

### প্রতিরোধ

- এ প্রকল্প যেসব কারখানায় পরিচালিত হচ্ছে সেখানে কর্মরত ১০২ জন নারী শ্রমিককে মানবধিকার, নারী অধিকার এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- কারখানার মধ্যপর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রশিক্ষণ, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগে যৌন নির্যাতন দূর করতে প্রশিক্ষণের প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন করা
- নারীর উপর সহিংসতা দূরীকরণে বিদ্যমান নীতি, প্রতিকারের পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ এবং কমপ্লায়েন্সের উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করা
- সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা
- মনো-সামাজিক পরামর্শ প্রদান।

### সুরক্ষা

- নারীর উপর সহিংসতা রোধ করতে পদ্ধতিগুলো পরিচিত, উন্নত ও জোরদার করে উপস্থাপন করা
- পোশাক কারখানা এবং আশেপাশের আবাসিক এলাকার কার্যকারী রেফারেল পদ্ধতি আছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং নারীর উপর সহিংসতা রোধ করার ক্ষমতা জোরদার করা ও সহিংসতার শিকার নারীকে সহযোগিতা করা
- জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংস্থার সাথে এ্যাডভোকেসী ও তথ্য আদান প্রদান করা
- সহিংসতার শিকার নারীদের রেফারেল সেবা প্রদান।

### প্রতিকার

- সহিংসতার শিকার নারীদেরর আইনগত সেবা প্রদান, যেমনঃ পরামর্শ, মামলা মোকদ্দমা ও মধ্যস্থতা বিষয়ক সেবা প্রদান করা
- পরামর্শ প্রদানের জন্য ভ্রাম্যমান লিগ্যাল এইড ক্যাম্প পরিচালনা করা ও তথ্য অনুসন্ধানে সহায়তা করা।

### অংশীদারিত্ব

- প্রতিরোধ ব্যবস্থা, সুরক্ষা ও পরিচালনা এই তিনের মাঝে অংশীদারীত্বের সম্পর্ক উন্নয়ন করা
- বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য গবেষণা ও প্রচারের মাধ্যমে সরকারি ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

এ প্রকল্প সংক্রান্ত আরো তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন:
রওশন আরা, প্রকল্প পরিচালক, নারীপক্ষ। ই-মেইল: rowshon-987@yahoo.com

সহিংসতা বন্ধ করি প্রতি নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করি — সজাগ

# AN INITIATIVE TO END GENDER-BASED VIOLENCE IN THE GARMENTS INDUSTRY

GLOBAL FUND FOR WOMEN · BLAST · christian aid · নারীপক্ষ · SNV